মুজিবনগরে সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবক-যুবতীদের ভূমিকা শীর্ষক দিনব্যাপী জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গুডনেইবারস্ অফিস প্রাঙ্গণে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহম্মেদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

গুডনেইবারস্ বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার লিংকন রায়ের সঞ্চালনায় উপসিস্থত থেকে প্রশিক্ষণ দেন মুজিবনগর উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা বিল্পব কুমার কুন্ডু।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা জনসচেতনামূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় করনীয় বিষয়ক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মুজিবনগরে ভাষ্কর্যের অতিরিক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে বেরিকেড

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীণ ভাস্কর্যের হাত ও মুখের অংশ ভাঙচুর করায় দেশের সকল স্থানে ভাষ্কর্য নিরাপত্তা জোরদার করেছে সরকার।

আর সেই আলোকে মুজিবনগরে ভাষ্কর্যের অতিরিক্ত নিরাপত্তার

স্বার্থে ভাষ্কর্যের চারপাশে লাল ফিতা টানিয়ে বেরিকেড দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে মুজিবনগর থানা পুলিশের নিজ উদ্যোগে অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে এ বেরিকেড দেয়া হয়।

এ সময় মুজিবনগর থানা পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, সেকেন্ড অফিসার এস আই মোমিনুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অফিসার ইনচাজ আব্দুল হাশেম বলেন, সরকারের নির্দেশে সারা দেশের ন্যায় আমরাও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাস্কর্য নিরাপত্তা জোরদার করেছি। ভাস্কর্য পাহারায় পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি মুজিবনগর আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা কঠোরভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে। তারপরেও কিছু কিছু দর্শনার্থীরা ভাস্কর্যের বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

তাই পুলিশ সুপার মহোদয়ের সার্বিক নির্দেশনায় অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে লাল ফিতা দিয়ে বেরিকেড দেয়া হয়েছে।
যাতে করে কোন দর্শনার্থীরা এই বেরিকেড উপেক্ষা করে ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে।

বেড়েছে সরকারি-বেসরকারি চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান

হারিয়ে গেছে কালি, কলমের লেখা সেসব চিঠি। হারিয়ে যাচ্ছে হলুদ, লাল, নীল খামে প্রিয়জনকে লেখা সেই আবেগ। শহর থেকে অজপাড়াগাঁ সব জায়গায় পৌঁছে গেছে টেকনোলজি। যখন যার ইচ্ছে প্রিয়জনের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদানে চিঠির বদলে ভরসা এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি। ফুরিয়ে গেছে ডাকঘরের মাধ্যমে চিঠি পাঠানো কিংবা টেলিগ্রাম পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা। লাল রঙা ডাকবাক্স হারিয়েছে তার রং, তালায় পড়েছে মরিচা।

এক সময় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে যত্রতত্র দেয়ালে, গাছে, স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে ডাক বাক্স চোখে পড়ত। দিনে একবার ডাক বাক্স খুলে ডাক বিভাগের লোকজন চিঠিপত্র সংগ্রহ করে নিত। কিন্তু

এখন আর শহর বা গ্রামে সেসব ডাকবাক্স তেমন একটা চোখে পড়ে না।

এরও আগে যখন ডাকেরই প্রচলন হয়নি, তখন পোষা পায়রার পায়ে বেঁধে প্রিয়জনের কাছে বার্তা পাঠাতো মানুষ। এরপর এলো ডাকযুগ। প্রিয়জনের চিঠি পাবার আশায় ডাকপিয়নের পথ চেয়ে থাকার দিন হলো শুরু। সে যুগও আর নেই। মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইমো, ভাইবারসহ কত যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা আজ সবার হাতে।

এখনকার সময়ে শহরের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই গ্রাম। গ্রামের মানুষের কাছেও এখন এসব সুবিধা পৌঁছে গেছে। যখন ইচ্ছে প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগটা তারাও নিচ্ছে। বার্তা আদান-প্রদানে চিঠির বদলে সবার ভরসা এখন নতুন নতুন প্রযুক্তিতে। এখন শহর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অজপাড়াগাঁয়ে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট ও ই-মেইল সেবা। তাই ডাকঘরের মাধ্যমে মান্ধাতার আমলের চিঠি, টেলিগ্রাম সেবার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।
এরই ধারাবাহিকতায় ডাক বিভাগ বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে কালীগঞ্জ উপজেলায়। অধিকাংশ ডাকঘরে নেই কোনো ডাকবাক্স। দু-একটি থাকলেও তার মধ্যে চিঠির পরিবর্তে থাকে ময়লা-আবর্জনা। জেলা এবং উপজেলা ডাকঘর ছাড়া সব কটিতেই এই নাজুক অবস্থা।

ডাক বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিমত, প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে ডাক বিভাগ। এখন কেউ চিঠির খোঁজ নিতে আসে না। তাই কর্মীদেরও চিঠি পৌঁছে দেয়ার নেই কোনো তাগিদ। অলস সময় কাটে সকলের।

অথচ এককালে ডাক বিভাগ ছিলো যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। চিঠি, পণ্য পার্সেল, টাকা পরিবহনে একমাত্র ভরসা ছিলো ডাক বিভাগ। ষাটের দশকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আওতাবহির্ভূত এলাকার পোস্ট অফিসে ছিল টেলিগ্রাম ব্যবস্থাও। কিন্তু প্রযুক্তির অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। এখন আর কেউ টেলিগ্রাফের ধার ধারে না। দ্রুত ধাবমান জীবনে চিঠি লেখার অবকাশ কোথায়! আর মানি অর্ডারে টাকা পাঠানো এখন মৃত ইতিহাস। মোবাইল, এসএমএস, ই-মেইল আর ফেসবুক, ভাইবার, স্কাইপি, ইমো, হোয়াটসআপ সবার হাতে হাতে। এক নিমিষেই যুক্ত হওয়া যায় লাইভ কথোপকথনে।

মানি অর্ডারের বদলে মোবাইল ফোনে মানি ট্রান্সফার। অফিসিয়াল চিঠি ও ডকুমেন্ট পাঠাতে ব্যবহার হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিস। এই

অবস্থায় বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বটে। তবে তার গতি আশাব্যঞ্জক নয়। দেশে দেশে আধুনিক ডাকসেবায় ই-কর্মাসের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

কালীগঞ্জ (নলডাঙ্গা) উপজেলা ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার আব্দুল মালেক জানান, দেশ ডিজিটাল হয়ে গেছে। এখন অনলাইনে সব কাজ। তারপরও ব্যাংক, এনজিও ও সরকারি অফিসের চিঠিপত্র গুলোর চাপ একটু বেশি হয়েছে, কর্ম তৎপরতা আগের চাইতে একটু বেড়েছে । অনলাইনের মাধ্যমে টাকা-পয়সা আদান-প্রদান হচ্ছে । উপজেলার ১৫ টি শাখা ডাক ঘরেও বেড়েছে সরকারি-বেসরকারি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান।

অফিসের বাইরে একজন বলেন, মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইমো, ভাইবার, মেসেঞ্জারসহ প্রযুক্তির কত রকমের সুবিধা এখন সবার জন্য। শহরের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই গ্রাম। কারণ এখন সবকিছুই ডিজিটাল হয়েছে। দেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে মানুষ অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। সরকারি ডাক বিভাগের পাশাপাশি বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসে চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করতে পারছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর গলাকাটা যুবকের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমবাড়ীয়ায় ইউনিয়নের হালসায় ছলেমান হোসেন (২৮) নামের এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে হালসা দরগার মাঠ থেকে এই লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ছলেমান হালসা গ্রামের ভাদু আলির ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা জানান, মঙ্গলবার সকালে এলাকাবাসী হালসা দরগার মাঠে ছলেমানের গলাাকাটা

লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে মিরপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে কি কারনে কে বা কারা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তা তদন্তের পরেই বিস্তারিত জানা যাবে।

ছলেমান বাবার সাথে কৃষি কাজ করতেন জানিয়ে ওসি আরো বলেন, নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব এন্ড হসপিটাল’র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিবৃতি

সম্প্রতি মেহেরপুরে ১৮ জন শিবির কর্মী আটক হওয়ার ঘটনায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন “লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব এন্ড হসপিটাল” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম। তিনি লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান,

আমি মোঃ সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুরের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান “লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব এন্ড হসপিটাল” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে কাজ করে আসছে । অল্প সময়ে খ্যাতি অর্জনের কারনে প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেকের কাছে ঈর্ষনীয়। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কথা ছড়ানো হয় যা সম্পূর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট। গত ১৯/১২/২০২০ ইং তারিখে মেহেরপুর পৌর সভার ৪ নং ওয়ার্ডের শেখপাড়া থেকে শিবির সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত বিষয়টি সরাসরি সম্প্রচার করার সময় কোন এক স্থানীয় পোর্টালে আমাকে বর্তমান শিবিরের সভাপতি উল্লেখ করা হয় এবং এর সাথে আমার প্রতিষ্ঠানকেও জড়ানো হয় যা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। বর্তমানে আমার সাথে শিবিরের কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক নাই। ইতিপূর্বে ২০১৪ সালে ২১ জানুয়ারী আমি শিবিরের সাথে সমৃক্ত না থাকার বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক ইনকিলাব’ সহ কয়েকটি গনমাধ্যমে প্রচার করি। তারপরও বর্তমান শিবিরের সভাপতি হিসাবে আখ্যা দেওয়ায় আমি ব্ৰিত।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে অনেক জনগনের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে বলে আমি মনে করি। আসলে বর্তমানে আমি কেবলমাত্র “লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব হসপিটাল” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে কাজ করে যাচ্ছি। যে কেউ সঠিক তদন্ত করলে এর প্রমান পাবে । বর্তমান শিবিরের সাথে আমার এবং আমার প্রতিষ্ঠানের নাম জড়ানো ষড়যন্ত্র বলে আমি মনে করি । আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । তাই, আমার এই প্রতিবাদটি আপনার গনমাধ্যমে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি মুহা সাইফুল ইসলাম, পিতাঃ ইদ্রিস আলী, সাং◌ঃ গোভীপুর ঘোষনা করছি যে, বর্তমানে আমার সাথে শিবিরের কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই। আমি ব্যবসা বাণিজ্যের মাধমে জীবিকা নির্বাহ করছি। কেউ জামায়াত কিংবা শিবিরের সাথে আমাকে বা আমার প্রতিষ্ঠান লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব এন্ড হসপিটাল-কে জড়ানোর চেষ্টা করলে তা হবে সম্পূর্ন উদ্দেশ্য প্রনোদিত অপপ্রচার ।

বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ৩ আসামি রিমান্ডে

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার ঘটনার গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা আনিছ, সবজু ও হৃদয়কে তিন দিন করে পুলিশ রিমান্ডে দিয়েছে আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কুমারখালী আমলি আদালতে আধা ঘণ্টাব্যাপী শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক সেলিনা খাতুন তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবীরা পুলিশ রিমান্ডের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে আসামিদের জামীন আবেদন করেন।

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করার পর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আসামিদের জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।

এর আগে রিমান্ড শুনানির জন্য কুষ্টিয়া কারাগার থেকে বেলা ১১টায় আসামিদের আদালতে আনা হয়। এ ঘটনার পেছনে কোনও জঙ্গি বা রাজনৈতিক

গোষ্টীর মদদ ও অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে গেলো শনিবার বিকেলে একই আদালতে হাজির করে আসামিদের প্রত্যেকের সাত দিন করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কুমারখালী থানার ওসি (তদন্ত) রাকিবুল হাসান।

১৭ ডিসেম্বর দিনগত রাত পৌনে একটার দিকে কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্যে ভাংচুর হয়। ঘটনার পর বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন কয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ।

পরদিন চারজন আসামিকে শনাক্ত ও তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাচ্চু নামে অপর আসামি পলাতক রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমানকে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি পদ থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে জেলা যুবলীগ।

রিমান্ড মঞ্জুর হওয়ার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়দেব বিশ্বাস সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ বলেছেন, দায়েরকৃত অভিযোগের সঙ্গে আসামিরা সম্পৃক্ত নয়। এ মামলায় আসামিদের রিমান্ডের প্রয়োজন হয় না।

প্রসঙ্গত, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান, গ্রেপ্তারের পর আসামিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কয়া মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ কমিটির আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এ পক্ষকে ফাঁসাতে তারা এই ভাস্কর্য ভাংচুর করেছে বলে স্বীকার করেন।

মেহেরপুরে জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুলের সংবাদ সম্মেলন

নিজের জমিতে ঘর নির্মাণ করতে পুলিশি বাঁধা ও হয়রানির শিকার হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী সাইফুল ইসলাম। আজ সোমবার দুপুরে

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম বলেন, আমঝুপি গ্রামের মৃত আলী আকবর এর ছেলে আশরাফুজ্জামান আমার নিজের জমি তার দাবি করে বিভিন্ন জায়গায় মামলা করেছে। মেহেরপুর আদালতসহ উচ্চ আদালত সেই মামলা খারিজ করে দেয়। এমতাবস্থায় আমি পুনরায় আমার জমিতে ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করি।

আশরাফুজ্জামান স্থানীয় চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহদেম চুন্নুকে হাত করে আমার জমি জোর করে দখল করার চেষ্টা করছে। সেই সাথে মেহেরপুর সদর থানার ওসি’র নির্দেশে পুলিশ এসে আমাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছে। ওসি নিজেও আমাকে কাজ বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছে এবং বিভিন্ন মামালা দিয়ে হয়রানি করবে বলেও জানান তিনি। এমতাবস্থায় আমি নিজের জমিতেও ঘর নির্মাণ করতে পারছি না। প্রতিদিনই আতঙ্কে দিন পার করছি। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এইভাবে আমাকে হয়রানি করছে এবং কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

“মুজিবনগর ক্যানভাস” প্রিন্টিং প্রেসের উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে মুদ্রণ শিল্পের আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে “মুজিবনগর ক্যানভাস” নামক ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস ও অনলাইন সেবা’র শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় কেদারগঞ্জ ছোঁয়া টাওয়ারে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের নিচ তলায় মুজিবনগর ক্যানভাস’র অফিস কক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদু, বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ ইনছান আলী, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোঃ মামুনুর রশিদ, মোঃ আব্দুর রশিদ, মোঃ ফকির আহম্মেদ।

প্রধান অতিথি কামরুল হাসান চাঁদু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে যুবকদের চাকুরীর পিছনে না ছুটে অবশ্যই উদ্যোক্তা হওয়া প্রয়োজন। মুজিবনগরে প্রথমবারের মতো আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

মুজিবনগর ক্যানভাস’র সহ-সত্ত্বাধিকারী শহিদুল ইসলাম আন্টু বলেন, স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর আমাদের গর্বের স্থান। তাই এই পবিত্র ভূমির সন্তান হিসেবে মুজিবনগরকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে স্থানীয় শিক্ষার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় মুদ্রণকাজ ও অনলাইন সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমাদের এই উদ্যোগ। এখানে ডিজিটাল ব্যানার, স্টিকার, টি-শার্ট, জার্সি, ক্যাপ, মগ, প্লেট, টাইলস, ছবি প্রিন্ট; স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ের ভর্তি আবেদনসহ সকল ধরণের অনলাইন সেবা প্রদান করা হবে।

বক্তব্য শেষে মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলামের পরিচালনায় দোয়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ক্যানভাস’র সহ-সত্ত্বাধিকারী হাসানুজ্জামান সোহাগ, আনোয়ার হোসেন, মিজানুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর নাসিমুল জুনায়েদ, লিটন আহমেদ, আব্দুল খালেক, রাজু আহমেদ, সামসুল হক, সালাউদ্দীন আহমেদ, আসিফ ইকবাল শুভ, রাকিব হাসান, শিমুল বিন শাহরিয়ারসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ।

দোয়া শেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে “মুজিবনগর ক্যানভাস” এর শুভ উদ্বোধন করেন।

আলমডাঙ্গায় এমপি ছেলুনের

মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি আলমডাঙ্গায় দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। তিনি গতকাল রোববার আলমডাঙ্গা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এ মত বিনিময় করেন।

মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, ছাত্রলীগ হলো আওয়ামী লীগ তৈরীর কারখানা। বিএনপি- জামায়াত নানা অপকৌশল অবলম্বন করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাই। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সকল অরাজকতা রুখে দিতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মত বিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আমিরুল ইসলাম মন্টু চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, সাবেক সভাপতি আবু মুসা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন,

কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, ডাউকি ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ আহবায়ক আহসান উল্লাহ, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, হারদী ইউনিয়ন সভাপতি আশিকুর রহমান ওল্টু, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান, ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, মজিবুল ইসলাম, সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা হাসানুজ্জামান, সাকিব, রকি প্রমুখ।
এর পূর্বে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার নেতা কর্মীদের নিয়ে আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন।

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের এইদিনে তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়ে একটি অনলাইন স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির সাহায্যে দেশের সকল ব্র্যাক অফিসের কর্মীরা অনলাইনে এই স্মরণসভায় যুক্ত হন। কেন্দ্রীয় স্মরণসভা শেষে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে স্থানীয়ভাবে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ‘আমার চোখে আবেদ ভাই’ শিরোনামে একটি ওপেন ফোরামে কর্মীরা তাদের চোখে স্যার ফজলে হাসান আবেদের জীবন-দর্শন ও মূল্যবোধ তুলে ধরেন। অনেক কর্মী স্যার আবেদের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অনুভূতি তুলে ধরেন। এছাড়াও, তার বর্ণাঢ্য জীবন ও অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্রও স্মরণসভায় প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

এর আগে ১৭ই ডিসেম্বর ব্র্যাক আন্তর্জাতিক এবং ১৯শে ডিসেম্বর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অনলাইনে অভ্যন্তরীণ স্মরণসভার আয়োজন করে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ ৩৬ বছর বয়সে, ১৯৭২ সালে তদানীন্তন সিলেট জেলায় একটি ক্ষুদ্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৪৭ বছরে বহুবিস্তৃত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্র্যাক বিশ্বের অন্যতম কার্যকরী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। মাইক্রোফাইন্যান্স, সামাজিক ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামাত্রিক বিনিয়োগ সমন্বয়ে ব্র্যাক আজ বিশ্বের বুকে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি এশিয়া ও আফ্রিকার ১২টি দেশের ১০ কোটিরও বেশি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের জীবন-সংক্ষেপ

স্যার ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭শে এপ্রিল তদানীন্তন সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনে অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে পড়ালেখা করেন। ১৯৬২ সালে কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে উত্তীর্ণ হন। পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানিতে সিনিয়র কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ পদে কর্মরত থাকাকালে ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর জীবনের মোড় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি চাকরি ছেড়ে লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’ এবং ‘হেলপ বাংলাদেশ’ নামে দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর ১৯৭২ সালে স্যার ফজলে দেশে ফিরে আসেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ভারত-প্রত্যাগত শরণার্থীদের জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করে সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত শাল্লা এলাকায় ফিরে আসা শরণার্থীদের নিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন।

আজ ব্র্যাক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার ১১টি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ব্র্যাকের প্রধান লক্ষ্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন। ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা চার বছর জেনেভাভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সংস্থা ‘এনজিও অ্যাডভাইজার’ কর্তৃক ব্র্যাক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রভাব, উদ্ভাবনশীলতা, টেকসই সমাধান এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিশ্বের ৫০০ এনজিওর মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখায় স্যার ফজলে অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, শিক্ষা উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ পুরস্কার ‘ইদান প্রাইজ (২০১৯), প্রাক-শৈশব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ লেগো ফাউন্ডেশন কর্তৃক লেগো পুরস্কার (২০১৮), দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সম্ভাবনা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টির জন্য লুডাটো সি অ্যাওয়ার্ড (২০১৭), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ (২০১৫), ট্রাস্ট উইমেন হিরো অ্যাওয়ার্ড (২০১৪), স্প্যানিশ অর্ডার অব সিভিল মেরিট (২০১৪), লিও টলস্টয় ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডাল অ্যাওয়ার্ড (২০১৪), শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়াইজ প্রাইজ ফর এডুকেশন

(২০১১), ডেভিড রকফেলার ব্রিজিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), ক্লিনটন গ্লোবাল সিটিজেন অ্যাওয়ার্ড (২০০৭), ইউএনডিপি মাহবুবুল হক অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং কনট্রিবিউশন টু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (২০০৪), ওলফ পামে প্রাইজ (২০০১) এবং র্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফর কমিউনিটি লিডারশিপ (১৯৮০)।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অশোকা স্যার ফজলেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তিনি এর মর্যাদাসূচক গ্লোবাল অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল আন্ট্রপ্রেনিওরশিপ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা কমিশন অন হেলথ রিসার্চ ফর ডেভেলপমেন্ট (১৯৮৭-৯০), ইন্ডিপেনডেন্ট সাউথ এশিয়ান কমিশন অন পভার্টি অ্যালিভিয়েশন (১৯৯১-৯২) এবং হাইলেভেল কমিশন অন লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব দ্য পুওর (২০০৫-২০০৮)-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্যার ফজলে ২০১০ সালে ব্রিটেনের রানী প্রদত্ত নাইটহুড মর্যাদা লাভ করেন। ২০১০ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পরামর্শদাতা দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে ফরচুন ম্যাগাজিন কর্তৃক স্যার ফজলে বিশ্বের শীর্ষ প্রভাবশালী ৫০ জন ব্যক্তিত্বের অন্যতম হিসেবে উল্লেখিত হন। স্যার ফজলে এ বছর (২০১৯) নেদারল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হন।